কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 16 JAN 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2

সুলতান ছুটিতে, জাহিদ আছেন

রফিকুল ইসলাম, বরিশাল ▷

দুজনই উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ছিলেন। সরকারি কর্মচারী বিধি ভঙ্গের দায়ে তাঁরা চাকরিচ্যুত (বরখাস্ত) হয়েছিলেন। চাকরিচ্যুতির প্রজ্ঞাপন জারির পর তা গেজেট আকারে প্রকাশও হয়েছিল। সেই তথ্য গোপন করে দুজনই পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়েছেন। দুজনই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত।

এই দুজন শিক্ষকের একজন অধ্যাপক ড. সুলতান মাহমুদ, যিনি ওই অনুষদের ডিন। ছুটি নিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায়। তাঁকে নিয়ে কালের কণ্ঠে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তদন্ত কমিটিও করেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

অন্যজন একই অনুষদের মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড ওসানোগ্রাফি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. জাহিদ পারভেজ সুখন। ড. সুলতান ডিন থাকাকালেই তিনি নিয়োগ পেয়েছিলেন।

জানতে চাইলে উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুনর রশীদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে জাহিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

সরকারি কর্মচারী বিধিমালা ১৯৮৫-র বরাত দিয়ে উপাচার্য আরো বলেন, 'প্রচলিত বিধিমালা অনুযায়ী, এভাবে চাকরিচ্যুত ব্যক্তি সরকারি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আর চাকরি নিতে পারবেন না। এমনকি সরকারি আইনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ক্ষেত্রেও তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।'

জাহিদ যেভাবে চাকরিচ্যুত হন : জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হিসেবে ২০০৯ সালের ২ অক্টোবর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন জাহিদ পারভেজ সুখন।

চাকরিচ্যুতির আদেশ এবং পরে জারি করা এসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, জাহিদ হঠাৎ করেই ছুটি না নিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকতে শুরু করেন। ১৯৮৫ সালের

তথ্য গোপন করে পবিপ্রবির শিক্ষক

সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয় তাঁকে। সেই নোটিশের কপি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হয়। তবু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেননি।

জাহিদের বিরুদ্ধে বিধিমালা ১৯৮৫-র ৩-এর (বি) ও (সি) মোতাবেক অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগ তোলা হয়। ওই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ২০১০ সালের ১৭ মে বিভাগীয় মামলা হয়। ওই বছরের ১৫ জুন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন-২) মো. মোশারফ হোসেন মোল্লাকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি অভিযোগনামা জাহিদের স্থায়ী ঠিকানায় পাঠান। ওই অভিযোগনামার ব্যাপারে জাহিদ ব্যক্তিগত শুনানি চান কি না তাও জানাতে বলা হয়। কিন্তু জাহিদ এর জবাব দেননি। এমনকি ব্যক্তিগত শুনানিও প্রার্থনা করেননি তিনি।

উপসচিব মো. মোশারফ হোসেন মোল্লা ওই বছরের ১৩ ডিসেম্বর মন্ত্রণালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। সরকারি কর্মচারী বিধিমালা অনুযায়ী, জাহিদের বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২০১১ সালের ১৩ অক্টোবর অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রণালয়ের সচিব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত ২০১২ সালের ২৯ জানুয়ারি চাকরিচ্যুতির প্রজ্ঞাপন জারি করেন। জাহিদ তাঁর চাকরিচ্যুতির বিষয়টি গোপন করেন। পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড ওসানোগ্রাফি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে ২০১৫ সালের ৩ আগস্ট চাকরি নেন।

তখনো অধ্যাপক ড. সুলতান মাহমুদ ওই অনুষদের ডিন ছিলেন, যাঁর বিরুদ্ধে একইভাবে চাকরিচ্যুতির তথ্য গোপন করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

ড. সুলতানকে নিয়ে গত বছরের ৩১ আগস্ট কালের কণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠায় 'চাকরিচ্যুতির পর আবারও সরকারি কর্মকর্তা তিনি' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তদন্ত কমিটি করে।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : এ ব্যাপারে জাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের সময় তিনি মৎস্য কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করার বিষয়টি জানিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেটা আমলে নিয়ে খোঁজখবর নিতে পারত। তাহলে এখন আর এ প্রশ্ন উঠত না। তিনি দাবি করেন, বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু স্বায়ত্তশাসিত তাই তাঁর সরকারি চাকরিচ্যুতির বিষয়টি বিবেচনা না করলেও পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) ড. ফেরদৌস জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তিনি সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ ধরনের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর কমিশনের চেয়ারম্যান গত বছরের অক্টোবরে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করে দিয়েছেন। কমিটি শিগগিরই অভিযোগ তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। জাহিদের প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এই পরিচালক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অলিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়েছে। দুটি বিষয়ই একসঙ্গে তদন্ত করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুনর রশীদ বলেন, 'জাহিদের বিরুদ্ধে চাকরিচ্যুতির তথ্য গোপনের অভিযোগ শুনেছি। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। অভিযোগের সত্যতা পেলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'